পুষরা যথেষ্ট সহমর্মী, নারীরা বরং একটু আত্মসমালোচক হই

সুব্রতা ঘোষ রায়

* স্পেশালাইজড বক্তৃতাজীবী মহিলা

স্পেশালাইজেশানের যুগে এখন এক মহিলাশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা নিজেদের বেশ লিখিয়ে - পড়িয়ে - বলিয়ে মনে করে সব ব্যাপারে তাঁদের এক্সপার্ট (!) মতামত দিয়ে যাচ্ছেন -- সভা - সমিতি, টিভি, রাস্তা, ড্রয়িংম সর্বত্র। বহির্জগতে কাজের সুবাদে এঁরা নিজেদের এতটা সবজান্তা মনে করেছেন যে যারা পারিশ্র মিকের বদলে কর্মরত নয় তাদের তাঁরা অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত, ব্যবহৃত বেচারা বলে ধরে নিয়েছেন। আর পুষেরা হলেন শোষক ও নিপীড়ক। তাই তাঁরা গৃহবধূদের হয়ে, তথাকথিত অবহেলিত মহিলাদের হয়ে পুষদের বিপক্ষে সুযুক্তি, কুযুক্তি সাজিয়ে সমাজহিতব্রতে সোচ্চার হয়েছেন। ফাঁপা ও হাস্যকর উন্নাসিকতায় তাঁরা নিজদের বেলুন বানিয়ে পুষ ও ঘরোয়া মহিলাদের থেকে নিজেদের উন্নততর মনে করে মনের আনন্দে ও দুঃখে ভেসে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের জন্যে কণা হয়। তঁ াদের লেখায় ও বলায় কিছু যুক্তি, কিছু আন্তরিকতা থাকলেও পূর্ণসত্য যে যথাযথ থাকে তা কিন্তু নয়। অন্যদের জন্যে বলবার দায় যদি তাঁদের সত্যি থাকত তবে তা তাঁরা তাঁদের দিয়েই বলাতেন। বস্তুত গৃহবধূরা বা নিপীড়িত মহিলারা নিজেদের কথা বলতে বা লিখতে পারেন।। অনেক গৃহবধূ আছেন যাঁরা স্বেচ্ছায় পারিশ্র মিকের বিনিময়ে নিজেদের মেধা ও শ্রম বিক্রি করেননা এবং বাইরের মেধা ও শ্রম নিজের সংসারে খুব বেশি ক্রয় করেন না। এক্ষেত্রে স্বামী- সন্তান - সংসার নিয়ে যে শান্তি তাঁরা পান তা কোনো অর্থমূল্যেই ক্রয়যোগ্য নয়। তাঁরা বেশ সুখেই আছেন। দক্ষ লিখিয়ে - বলিয়ে মহিলারা, আপনারা আপনাদের বহির্জগতের সমস্যা নিয়ে লিখুন--- ব্যাপারটা অনেক বেশি অথেন্টিক হবে। তেমনি গৃহবধূ বা ঘরের কোণের মেয়েদের সমস্যার কথা তাঁদেরই বলতে দিন।হাঁস জলের মাছেদের সঙ্গে সাঁত ার কাটলেও মাছেদের মনের কথা মাছেরাই জানে। আমি হাঁস, আমি জলেও থাকি ডাঙাতেও থাকি ---আমিই বলব -- এই মানসিকতা থাকলে আপনাদের কথা ও হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁক সবই এক শোনাবে।

* পুষরা শোষক বা নিপীড়ক নয়, তারা ভালো বন্ধু

পুষমাত্রই...প্রভু প্রভু ভাব, পুষমাত্রেই লোভী, পুষমাত্রেই ...এই অভিজ্ঞতা যাঁদের তাঁদের সত্যিই দুর্ভাগ্য। আমার ও আমার অনেক মেয়েবন্ধুর অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুষেরা মহিলাদের চেয়ে উদার, সাহায্যকারী এবং সৎ। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভালো বন্ধু হয়। গড়পড়তা শিক্ষিত মেয়েদের আলোচনার বিষয় শাশুড়ি - ননদের নিন্দা, বাড়িতে এই এই আছে, এই এই আনল, এই এই আনো... কার সঙ্গে কার ইয়ে... ব্লাউজ ম্যাচ করল কিনা... ইত্যাদি, কিন্তু গড়পড়তা শিক্ষিত ছেলেদের আলোচনার বিষয় অনেকক্ষেত্রেই এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাদের সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগে। আর ছেলেদের সপ্রশংস চাউনি মানেই বদ উদ্দেশ্য... ছেলেরা টাচ করলেই পরবর্তী পদক্ষেপ বিছানা..এমন সরলীকৃত অর্থ যাঁরা করেন তাঁরাই তরলীকৃত। রাস্তাঘাটে সুদর্শন পুষ দেখলে আমরাও তাকাই... বুদ্ধিদীপ্ত পুষের সঙ্গে কথা বলতে আমাদেরও ভালো লাগে। টিভিতে রেখা বা অপর্ণা সেনকে দেখলে যেমন ভালো লাগে সে রকম প্রণয় রায়, র াজদীপ সরদেশাই বা আরো অনেককেই ভালো লাগে। এই ভালো লাগায় কোনো নারী - পুষ পৃথকীকরণ বা ছুৎমার্গ নেই। ...হোটেলে নিয়ে ঐ পুষ আমাকে এই এই করল।...। কেন? তুমি কি দুগ্ধপোষ্য? তুমি গেলে কেন? হোটেলটিকে কি তুমি মামাবাড়ি ভেবেছিলে? সমাজে ভালো - মন্দ, সৎ - বদ থাকবেই, সব যুগেই ছিল। কাদাকে কাদা হিসেবে দেখো। তার ওপর চলার চেষ্টা কোরো না। পিছলে গেলেই... পুষমাত্রেই খারাপ এ এক ধরনের একদেশদর্শিতা। অনেকরাতে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলেই যায়। (তা বলে বানতলা, ধানতলাও কি হয় না? কতই হয় !)

* পুষের নারীকে প্রেম নিবেদন

একটি ছেলের একটি মেয়েকে ভালো লাগতেই পারে। মেয়েটি যদি অন্য কাউকে চায় বা একে না চায় সে তবে ছেলেটির প্রেমের ডাকে সাড়া দেবে না। তাই বলে ও কেন আমাকে প্রেম নিবেদন করল বলে ঢেড়া পিটিয়ে হুংকার করে কী লাভ? প্রেমে সাড়া পেলে ওয়ানট্র্যাকে চলা মনে হয় স্বাস্থ্যকর। প্রেমে আবেদন এবং গ্রহণ বা বর্জন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যদি তা বহুমুখী না হয়।

* প্রেম বহুমুখী হলে

প্রেম বহুমুখী হলে দোষ কোথায়? দোষগুণের ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা মনের। মনকে ঘুড়ি করে দিলেই মুস্কিল। ঘুড়িকে উড়তে দিলাম, লাটাই-এ নিয়ন্ত্রণ থাকল না, ঘুড়ি তো ভোকাট্টা! মস্তিষ্ক - লাটাই দিয়ে না হয় মন - ঘুড়িকে একটা মাত্রা রেখে ওড়াই। প্রেমনা হয় একমুখীই থাক। বাবা যেমন একজন, মা যেমন একজনই হন। স্ব ামী বা প্রেমিকা যেন সেইমতো একসঙ্গে একাধিক না হয়। একজনই নব নব রূপে প্রাণে আসুক না, একসঙ্গে দশটা ঘুড়ি নাই বা ওড়ালাম।

* যুগবদল ও সমাজিক কাঠামো বদল

দিন যাচ্ছে, সামাজিক প্রেক্ষাপট, মানসিকতা, বদলাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে এখন সব নিউক্লিয়ার সংসার। একান্নবর্তী পরিবারেআগে মেয়েরা ও মায়েরা সব সংসার ও সন্তান সামলাতেন। কর্তারা সব বাইরের কাজ করতেন। সন্তানপালন বা সংসারের ঘরোয়া কাজে তেমন অংশগ্রহণ করতেন না। এখন কিন্তু তা নেই। স্বামী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের যথেষ্ট যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গেই দেখভাল করেন।আগে সংসারের খুটিনাটি বহু পুষের অজ্ঞাত ছিল। (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ... ব্যতিক্রম)। এখন কিন্তু সবই স্বামীর জ্ঞাত দুজনেই দিনেরশেষে দুজনকে বলে, 'জানো, আজ এই এই হয়েছে।' দুজনেই এখন দুজনের ভালো বন্ধু। নিউক্লিয়ার পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীরস্ত্রী বা স্বামীর ছাড়া মনের কথা বলার দ্বিতীয় লোক থাকে না বাড়িতে। স্বামী যেমন বাজেট, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্ত্রীও তেমনি সব দরকারি-অদরকারি বকবক স্বামীর সঙ্গেই করে থাকেন। দুজনে দুজনের প্রতি আস্থাশীল, দুজনে দুজনের প্রতি যত্নবান।

* পিতার বাৎসল্য মাতার বাৎসল্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলাযন্ত্রে মেপে কম্পিউটারে পাকাপোক্ত স্লিপ দিতে না পারলেও... যুগ যুগ ধরে মায়েরাই সন্তানদের বেশি ভালোবাসে, বাবারা নয় --- এই কথা আমার কাছে বড় হিংসুটেদের মতো শোনায়। আমার মা ও বাবা দুজনেই আমাকে ভালোবাসতেন। আমার অসুখ করলে দুজনকেই সমান উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি। সেবা - শুশ্রূষাতে মায়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল ঠিকই, কিন্তু বাবার সহযোগিতা তাতে কম ছিল না। এখন আমার স্বামী আমাদের সন্তানকে যেভাবে দেখেন তাতে পিতার বাৎসল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর -- এমন বলা দিনকে রাত করা। আমার পরিচিত অনেক পরিবারে স্বামীরা যথেষ্ট কেয়ারিং--- সন্তানদের জন্য তাঁদের চিন্তা, আবেগ, কর্তব্য কোনো অংশে কম নয়।

* ভিক্ষের ঝুলি বা আন্দোলনের লাঠি সমানাধিকার আনে না

মেয়েদের বোধ, মানসিকতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সচেতন হতে হবে। 'আমি দুধভাত না, আমি খেলব, আমাকেখেলায় নাও', বলে না কেঁদে খেলে দেখিয়ে দিতে হবে। বিয়ের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপঢৌকন দেবার যে রীতি এখনও চলে আসছে, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। মননে ও শিক্ষায় নিজেকে উন্নত করে তবেই অবতীর্ণ হতে হবে নিজের সংসারে বা বাইরের কর্মক্ষেত্রে। পায়ের তলার জমি সরায় কার সাধ্য।

* মেয়েরা শুদ্ধ তুলসীপাতা, ছেলেরা কাঠগড়ার আসামি

পুজোর সময় সমস্ত রেলস্টেশনে টিকিট - চেকারদের কর্মতৎপরতা কেমন বেড়ে যায় -- লক্ষ্য করেছেন? নিত্যযাত্রীরা রসিকতা করেন, 'পুজোয় বৌমাদের দামি শাড়ি কিনে দিতে হবে কিনা, তাই!' টিকিটও কাটল না এবং ন্যায্য ফাইনও দিল না এমন যাত্রী পেলে পোয়াবারো। রসিদ লেখা হল না, সরকারি ঘরে টাকা গেল না, কিছু টাকা পকেটস্থ হল। প্রসঙ্গ টিকিট - চেকার নয়। কখনো কখনো স্ত্রীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপে স্বামীরা অনেক অনভিপ্রেত কাজ করে থাকেন। অমুকবাবু এই কিনলেন, তমুকবাবু হেরিটেজে - ছেলেকে ভর্তি করলেন, সেমুকবাবু পাঁচতারা হোটেলে মেয়ের জন্মদিনে পার্টি দিলেন --- এহেন বাক্যবাণ চলতেই থাকে। দোকানে শাড়িকিনতে গিয়ে লোডশেডিং ...একটি সিল্কশাড়ি কম..আলো আসতে মহিলার ব্যাগ থেকে শাড়ি উদ্ধার...তারপর লজ্জায় স্বামীর আত্মহত্যা.. এমন ঘটনাও ঘটে। জুলুম, শোষণ শুধু ছেলেরাই একচেটিয়া করেন না, মেয়েরাও করেন। অথচ যত দোষ ছেলেদের। আমার এই পৃথিবীতে আসার পেছনে পুষের প্রেম ও ভালোবাসা কতোটা সত্য, জ্ঞানীগুণী মহিলারা শান্ত হয়ে একটু চিন্তা কন ... শান্ত হয়ে।

* মহিলা পাবলিক ইউরিনালে ভীতিকর অভিজ্ঞতা

পাবলিক ইউরিনালে পারতপক্ষে যাই না। রক্তে চিনিবৃদ্ধিজনিত অসুস্থতার কারণে একদিন নন্দনে এবং একদিন মেলায় পাবলিক ইউরিনালে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। নন্দনে আমার আগে যিনি ইউরিনালে ঢুকলেন, অনবরত তাঁর চুড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তিনি বের হলেন তাঁর পাতলা পোশাক পাল্টে অন্য পোশাকে। চুল, লিপস্টিকও বদলে যাওয়া। বের হবার সময় একটি ঠান্ডা হাসি আমায় উপহার দিয়ে গেলেন। এই ভেক বদল কেন? আরেক মেলায় তিন - চারটি ইউরিনাল, সামনে দুটো বেসিন, গোটা জায়গাটি ঘেরা। ঢুকতে গিয়ে দেখি, দুটি মেয়ে, ২০/২৪ বছরের মতো হবে, নিম্নাঙ্গে জিনস, উর্ধাঙ্গ অনাবৃত, একজনের পিঠে অস্বাভাবিক লাল দা। একজন আরেকজনকে জাপটে ধরে কী করতে বোঝার আগেই ভয় পেয়ে বেরিয়ে এলাম। মেয়েরাও এখন কম বিপজ্জনক নয়।

* মেয়েদের রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বাইরে অসাধুচক্রের গুজন

কলেজে পড়ছে, মোটামুটি সুন্দরী, গায়ে ফরাসি সুগন্ধ, হাতে মোবাইল, মাথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিসের? কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অনৈতিক অনেক কিছু (সবাই অবশ্য নয়)। তুমি তো স্বাধীন, তুমি কিন্তু দায়িত্বশীল নও। ছাত্রী - আবাসের সামনে বহু অসাধু চক্রের রমরমা রাজত্ব, এমন রিউমার এখন যথেষ্ট ঘনীভূত। অবস্থা কি ভয়াবহ নয়?

* বাচ্চাকে স্কুলে দেওয়া - নেওয়ার সময়কার মজাদার অভিজ্ঞতা

সাত বছরের শিশুপুত্র। ইংলিশ - মিশনারি স্কুল। সকালে সাধারণত বাবারা দিতে যান। মায়েরাও যান। দুপুরে সাধারণত মায়েরা আনতেযান। গাড়িতে বা বাঁধা রিকশায় কিছু বাচ্চা যাতায়াত করে। এই দেওয়া - নেওয়ার সময়টুকুতে বাবাদের ও মাদের কিছু গ্রুপ তৈরি হয়ে। দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এই গ্রুপের কিছু কিছু মায়েদের আচরণ রীতিমতো হতাশজনক। একটি বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, 'মা, ও আমাকে মেরেছে' বা 'খাতা ছিঁড়ে দিয়েছে'। সঙ্গে সঙ্গে মা অন্য বাচ্চাটিকে চোখ লাল করে ধমকান বা যদি সে পুল - কারের বাচ্চা হয় তো স্কুল-চৌহদ্দির মধ্যেই কান ধরে ওঠবোস করিয়ে দেন। একবারও নিজের ছেলেকে, জিজ্ঞেস করেন না, 'তুমি কিছু করোনি তো?' (শেষে হয়তো দেখা যায় সূত্রপাত তাঁর ছেলেই করেছিল।) বা, বলেন না, 'মিলেমিশে থাকতে হয়, নালিশ করতে নেই, যা বলবার মিস - কে বলবে।' শু করে দেন মস্তানি ছোট্ট একটা শিশুর সঙ্গে। কোনো বাবাকে এমনটা করতে দেখিনি কিন্তু।

* সমকামী পরিবার না পাথরের সোনার বাটি

আজকাল সমকামী - পরিবার বলে একটা কথা চালু করবার চেষ্টা চলেছে। কথাটা আমার শুনতে লাগে সয়াবিনের মাংসেরমতো, বা, —সোনার পাথরবাটি বলব না, বলব পাথরের সোনার বাটির মতো। দুটি পুষ বা দুটি নারী একত্রে থাকতেই পারে, তারা তো চুরি করছে না বা মারামারি করছে না। কিন্তু নারী - পুষ ছাড়া পরিবার হওয়া বড় হাস্যকর। তাড়া সমকামী হতে পারে কিন্তু তা পরিবারের মর্যাদা পায় না।

* সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘ছেঁড়া তার’ বা জয় গোস্বামীর ‘সাঁঝবাতির রূপকথারা’ প্রসঙ্গে

আজকাল অনেক গল্প - উপন্যাসে স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে পরস্ত্রী বা পরপুষের অবাধ মেলামেশা দেখানো হয়। সমকামও দেখানো হয় আকছার। সুচিত্রা ভট্টাচার্য বা জয় গোস্বামী তাঁদের নিপূণ লিখনিশৈলীতে স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে অন্য স্ত্রী বা পুষের ক্ষণিকের যেআসক্তি দেখিয়েছেন তা পড়ে অনেকে বলেছেন, এরকম মেলামেশা হতেই প ারে, পারমিসেবল। জানি না, আমি হয়তো একটু সেকেলে। আমার মনে হয়েছে এই মেলামেশার ফলে যে ভাঙন বা সম্পর্কের যে চিড় তাঁরা দেখিয়েছেন ছেঁড়া তার বা সাঁঝবাতির রূপকথারায় -- সেটিই মুখ্য। একবার ভাঙন ধরলে তা জোড়া লাগানো বড় দুষ্কর। তার চেয়ে একটু নিয়ন্ত্রণ, একটু সংযম রাখা ভালো নয় কি, বৃহত্তর শান্তির কথা চিন্তা করে?

* উপসংহার

দোষে - গুণে মেলানো মানুষ এখনও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পারিবারিক বা সামাজিক কোনো সমস্যায় বাড়ির পুষরা মহিলাদের বলছেন, ‘তোমরা ঘরে যাও, অ ামরা দেখছি।’ পুষরা ভয় পান পাছে মহিলার কোনো কথায় প্রত্যুত্তরে সম্মানহানি ঘটে। কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়। সমস্যা যদি উভয়ের হয় বলতে হবে উভয়কে, শুনতেও হবে উভয়ের কথাই। মন উদার করতে হবে। মেয়েদের সম্মান আর কাঁচের বাসন নয়। তা যথেষ্ট শক্তপোক্ত। ভালো - মন্দ সবার মধ্যেই আছে। পুষ নারীর পরিপূরক হবে, নারী পুষের।তাই কোনো মেয়েবাদ নয়, ছেলেবাদ নয়, আসুক বন্ধুত্ববাদ। আসুক প্রকৃত মানুষবাদ। আসুক শুভবুদ্ধি। আসুন, আমরা সহকর্মী হই, সহমর্মী হই, সহধর্মী হই। আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজেকে শুদ্ধ করি, প্রতিদিন একটু একটু করেই না হয়।

সক্কলে মিলে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, মনে - প্রাণে, অন্তরে - বাহিরে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com